



কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

“বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু”

কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগ

পরিপত্র নং : কব্যপ্রমাসবি- ০৭/২০১৮

তারিখ: ৩০.০৮.২০১৮

বিষয় : কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮

কর্মসংস্থান ব্যাংক, পরিচালনা বোর্ডের ০৯.১১.২০১০ তারিখের ১৬০ তম সভার অনুমোদনক্রমে ১২.১২.২০১০ তারিখের কব্যপ্রমাসবি-০৬/২০১০ নম্বর পরিপত্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংক, কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১০ জারী করা হয়। অতঃপর পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন সময়ে গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১০ এর কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন/পরিমার্জন/সংযোজন/বিয়োজন করা হয়। বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্তন/বিয়োজনপূর্বক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা জারীর উদ্দেশ্যে ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ২৬৫-তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাতে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ অনুমোদিত হওয়ায় ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল পরিপত্র/সাকুলার লেটার বাতিল করে নিম্নরূপভাবে পূর্ণাঙ্গ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ জারী করা হলো :

শিরোনাম ও প্রয়োগ :

- (ক) এ নীতিমালা কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ নামে অভিহিত হবে;
(খ) এ পরিপত্র জারীর তারিখ হতে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা কার্যকর হবে।

০১। কর্মচারীদের গ্রেড ও স্থান ভেদে সিলিং :

কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী কর্মচারীদের গ্রেড ও স্থান ভেদে নিম্নরূপ সিলিং নির্ধারণ করা হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫	প্রযোজ্য সিলিং		
		সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা/ বিভাগীয় শহর/পুরনো জেলা শহর/সভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকা।	নতুন জেলা সদর/ ক্যান্টন:বোর্ড	ধান/পৌরসভা এবং নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ও তদুর্ধ্ব স্কেলের কর্মচারী	৮৫.০০	৭৫.০০	৬৫.০০
০২	৩৫৫০০-৬৭০১০/- ও ২২০০০- ৫৩০৬০/- এর কর্মচারী	৮০.০০	৬৫.০০	৬০.০০
০৩	১৬০০০-৩৮৬৪০/- এর কর্মচারী	৬৫.০০	৬০.০০	৫৫.০০
০৪	১২৫০০-৩০২৩০/- ১১৩০০-২৭৩০০/- ও ১১০০০-২৬৫৯০/- এর কর্মচারী	৫৫.০০	৫০.০০	৪৩.০০
০৫	১০২০০-২৪৬৮০/- ৯৭০০-২৩৪৯০/- ৯৩০০-২২৪৯০/- ও ৯০০০-২১৮০০/- এর কর্মচারী	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০
০৬	৮৮০০-২১৩১০/- ৮৫০০-২০৫৭০/- ও ৮২৫০-২০০১০/- এর কর্মচারী	৩৫.০০	৩০.০০	২৮.০০

ms

চলমান পাতা-০২

০২। সিলিং নির্ধারণ পদ্ধতি :

- (ক) একজন কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতনের সাথে তাঁর চাকুরির মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করে মূল বেতন যত টাকায় দাঁড়াবে তার উপর ভিত্তি করে পেনশন আনুতোষিক (৫০%) নির্ধারণ করতে হবে এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতির সাথে জমাতব্য টাকা ও তার সুদ যোগ করে চাকুরির মেয়াদ পূর্তির আনুমানিক স্থিতির সাথে ছুটি নগদায়ন (অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে) যোগ করে যে স্থিতি দাঁড়াবে সে স্থিতি হবে একজন কর্মচারীর সর্বোচ্চ ঋণ (এম.সি.এল) মঞ্জুরীর সীমা। উল্লেখ্য, ঋণের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত হতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই সম্ভাব্য অবসরোত্তর পাওনার চেয়ে সর্বমোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ বেশী হবে না। সকল ঋণের ক্ষেত্রে এম.সি.এল নির্ধারণ বাধ্যতামূলক;
- (খ) কোনো কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এম.সি.এল নির্ধারণকালে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি গণনার মধ্যে আসবে না। শুধুমাত্র বেতনের উপর প্রদেয় আনুতোষিকের ভিত্তিতে তার এম.সি.এল নির্ধারণ করা হবে;
- (গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এম.সি.এল নির্ধারণ করা হলে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বিপরীতে কোনো অগ্রিম প্রদান করা হবে না। কেহ অগ্রিম গ্রহণ করে থাকলে তা ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বেই পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে;
- (ঘ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি অন্তর্ভুক্তি করে কর্মচারীদের এম.সি.এল গণনা করা হলে পরবর্তীতে পদোন্নতি প্রাপ্তি এবং জাতীয় বেতন স্কেল পরিবর্তনের ফলে মূল বেতন বৃদ্ধি জনিত কারণে সম্ভাব্য আনুতোষিকের পরিমাণ প্রাপ্য ঋণ সিলিং এর সাথে সংগতি পূর্ণ হয় তবে এম.সি.এল গণনা হতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরের পূর্বে অবমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুর করতে হবে।

০৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

- (১) আবেদনকারীকে ব্যাংকের স্থায়ী কর্মচারী হতে হবে এবং এ ব্যাংকে তাঁর চাকুরিকাল কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছর হতে হবে। তবে প্রারম্ভিক অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বা সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক হতে চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন পদে যোগদানকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সময়কাল চাকুরিকাল হিসেবে বিবেচিত হবে;
- (২) বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মামলায় অভিযুক্ত কোনো কর্মচারী অভিযোগ অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় ঋণ প্রাপ্যতার অযোগ্য বিবেচিত হবেন;
- (৩) স্বামী/স্ত্রী উভয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক/অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে তাঁদের মধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকে কর্মরত স্বামী/স্ত্রী অথবা উভয়ই কর্মসংস্থান ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- (৪) কোনো কর্মচারী প্রাপ্য সিলিং-এর অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) দিয়ে অন্য ০১(এক) টি জমি/বাড়ি নির্মাণ/ ফ্ল্যাট/ তৈরী বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী প্রদান করতে হবে। তবে ০২(দুই) টির বেশী জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন না;
- (৫) ব্যাংকের চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/লিয়নে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না;
- (৬) একজন কর্মচারীর পি.আর.এল-এ গমনের ০১(এক) বছর পূর্ব পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকবে;
- (৭) (ক) ব্যাংকের নির্বাহীগণের (সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মচারী) ঋণ প্রাপ্তির আবেদন সরাসরি বিবেচনায় আসবে;

(খ) গ্রেড বা পদভিত্তিক বাজেট বন্টন হবে না। বছরভিত্তিক প্রাপ্ত বাজেট হতে সর্বপ্রথম নির্বাহীগণের অনুকূলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হবে। নির্বাহীদের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দের পর অবশিষ্ট বাজেট (যদি থাকে) অবশিষ্ট সকল গ্রেডের আবেদনকারী কর্মচারীদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরি করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হবে। জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরিতে যোগদানের তারিখকে ভিত্তি ধরা হবে। একাধিক কর্মচারীগণের যোগদানের তারিখ একই হলে সেক্ষেত্রে জন্ম তারিখ-কে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে। তবে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার পূর্বে নির্মাণ কাজের জন্য কেহ আংশিক ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সিলিং-এর অবশিষ্ট ঋণ মঞ্জুরীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জমি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ সিলিং-এর কম ঋণ গ্রহণ করে থাকলে ভূমি উন্নয়নের জন্য উক্ত সিলিং-এর সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ মঞ্জুরী করা যাবে। তবে তা কোনো অবস্থাতেই জমি ক্রয়ের প্রাপ্য সিলিং এর অতিরিক্ত হবে না।





চলমান পাতা-০৩

- (৮) প্রধান কার্যালয়/আসত্ত্ব বিভাগ/অঞ্চল বদলীর ফলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হলেও যে কার্যালয় আবেদনপত্র গ্রহণ করেছে উক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সেই কার্যালয় ঋণ মঞ্জুরীপত্র বর্তমান কর্মস্থলে প্রেরণ করবে;
- (৯) এ ব্যাংক থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক/তদূর্ধ্ব পদে বদলীকৃত কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;
- (১০) কোনো কর্মচারী এ ব্যাংকের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত থাকলে তিনি এ ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;
- (১১) কোনো কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঋণের মাসিক কিস্তি পরিশোধের পর (বিবেচনাধীন ঋণের কিস্তিসহ) তাঁর 'টেক-হোম-পে' মূল বেতনের এক-পঞ্চমাংশের কম হলে তিনি এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। সকল ঋণের সমষ্টিগতভাবে টেক-হোম-পে বিবেচনা করতে হবে।

০৪। ঋণ মঞ্জুরী :

গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশকারী কমিটি নিম্নরূপ :

১.	মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন), কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সভাপতি
২.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইটি বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৩.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৪.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৫.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, কমিটির ০৫(পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে ০৩(তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

০৫। গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা :

সকল স্তরের কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা নিম্নরূপ :

- (১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদূর্ধ্ব সকল স্তরের কর্মচারী।
- (২) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)- প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদনিম্ন সকল স্তরের কর্মচারী।

০৬। (ক) জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ :

- (১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা/বিভাগীয় শহর/পুরনো জেলা শহর/সাভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য প্রথম দফায় প্রাপ্য সিলিং এর ৫০% মঞ্জুর করা যাবে। অন্যান্য এলাকার জন্য জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের সিলিং হবে ৪০%। দ্বিতীয় দফায় নির্মাণ খাতে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে;
- (২) ব্যাংক ঋণের আওতায় বাড়ি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্য সিলিং হতে পূর্বে গৃহীত ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাবে;
- (৩) নিজস্ব উদ্যোগে ক্রয়কৃত/প্রাপ্ত জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রাপ্য সিলিং অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হলে প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা প্রথম দফায় মঞ্জুর করা যাবে। তবে এলাকা নির্বিশেষে তা প্রাপ্য সিলিংয়ের ৪০% এর অধিক হবে না। পরবর্তী দফায় সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্য অবশিষ্ট সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে। এছাড়া নির্মাণ উপযোগী জমিতে নির্মাণ কাজ করার জন্য প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে;
- (৪) প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্য হতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুযায়ী কর্মচারীগণের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

(খ) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় :

- (১) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় বায়না করার জন্য ৬(ক)(১) নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;





চলমান পাতা-০৪

- (২) নির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে, বিক্রেতার মালিকানা বা অন্যবিধ স্বত্ব সম্পর্কিত দলিল এবং বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্বলিত কাগজপত্র প্রসপেকটাসসহ আবেদনপত্র ব্যাংকে জমা দিতে হবে। ব্যাংক উক্ত দলিল ও কাগজপত্র পরীক্ষাপূর্বক বিক্রেতার মালিকানা বা অন্যবিধ শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিক্রয়ের শর্তাবলী পর্যালোচনাপূর্বক উহা গ্রহণযোগ্য হলে ঋণ মঞ্জুর করবে। তবে অনুরূপ মঞ্জুরীর পূর্বে ব্যাংক নিজস্ব সদ্ব্যবহার কমিটি দ্বারা প্রচলিত নিয়মে সংশ্লিষ্ট বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল্য নিরূপণ করবে;
- (৩) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের ক্ষেত্রে যারা তৈরী বাড়ি ক্রয় করবেন তাঁরা বাড়ি সম্প্রসারণ এবং যারা ফ্ল্যাট ক্রয় করবেন তাঁরা পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণের ন্যূনতম ০২(দুই) বছর পর বাড়ি/ফ্ল্যাটের সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/রেনুভেশনের লক্ষ্যে প্রাপ্য সিলিং-এর ২৫% ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে প্রাপ্য সিলিং এর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) গ্রুপ ঋণের আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে :

- (১) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ০২(দুই) জন হতে সর্বোচ্চ ১৫(পনের) জন হতে পারবে। তাঁদেরকে অবশ্যই এ ব্যাংকের কর্মচারী হতে হবে। কর্মচারীদের মধ্যে ঋণ না নিয়েও নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় বহণ করে গ্রুপের সদস্য হতে পারবেন। গ্রুপ ঋণের আবেদন কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে পারবে;
- (২) সকল সিটি কর্পোরেশন এবং বিভাগীয় শহরে বাড়ি করার উপযোগী জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় গ্রুপভিত্তিক জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এলাকায় যাতায়াতের জন্য গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত সড়ক থাকতে হবে;
- (৩) সাধারণভাবে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হতে তদুর্ধ্ব পদের কর্মচারীদের এক গ্রুপ এবং প্রিন্সিপাল অফিসার হতে তদনিম্ন পদের কর্মচারীদের এক গ্রুপে বিভাজন করা যাবে। তবে ইচ্ছা করলে উর্ধ্বতন সিলিংভুক্ত কোনো গ্রুপের সাথে নিম্নতর সিলিংভুক্ত কোনো কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে গ্রুপভুক্তদের মধ্যে তাদের প্রাপ্যতানুযায়ী সর্বোচ্চ সিলিং হতে নিম্নসিলিং এর ব্যবধানের অর্থ নিজস্ব উৎস হতে ব্যয় করার ঘোষণা প্রদান করতে হবে। ব্যবধানের উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপভুক্ত সদস্যকে আগে বিনিয়োগ করতে হবে;
- (৪) সমজ্যেষ্ঠ/জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য কর্মচারীর সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করতে হবে। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য নয় এমন সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করলে গ্রুপে ঋণ মঞ্জুরীর কোন সুযোগ থাকবে না;
- (৫) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর বন্টনের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে যার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। ব্যাংকের কাছে জমি বন্ধক প্রদানের সময় এই চুক্তির কপি প্রদান করতে হবে;
- (৬) একাধিক গ্রুপ ঋণের জন্য আবেদন দাখিল করলে গ্রুপভুক্ত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ঋণ বিবেচনা করা হবে;
- (৭) গ্রুপের সদস্যগণকে সম্মিলিতভাবে স্ব-স্ব নামে জমি ক্রয় করে ব্যাংকের কাছে বন্ধক প্রদান করতে হবে। গ্রুপের সদস্যদের স্ব-উদ্যোগে ক্রয়কৃত জমিতে ফ্ল্যাট তৈরীর জন্য বর্ণিত নিয়মাচারের আলোকে ঋণের আবেদন করতে হবে;
- (৮) জমি বন্ধক প্রদান করার পরে গ্রুপের সদস্যদের সমান হারে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করতে হবে। এই ঋণ বিতরণের বিস্তারিত কিস্তির সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখ করতে হবে;
- (৯) নির্মাণ ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটের ডিজাইন ও প্ল্যান কোনো অনুমোদিত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান/স্বাপত্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকৌশলী/স্বাপত্যবিদকে দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এই প্ল্যান রাজউকের আওতাধীন এলাকার জন্য রাজউক ও রাজউক এর বহির্ভূত এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ ব্যাংকে জমা দিতে হবে;
- (১০) গ্রুপ ঋণের আওতায় নির্মিতব্য ইমারতের সদরের বর্হিভাগের অনুমোদিত ডিজাইন অক্ষুণ্ন রেখে ফ্লোরের অভ্যন্তরে স্ব-স্ব পছন্দ অনুসারে উপকরণ/ফিটিংস ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে;
- (১১) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্বিশেষে ন্যূনতম জমির পরিমাণ ২.৫০ কাঠা হতে হবে;
- (১২) গ্রুপের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মোকদ্দমা অনির্পন্ন থাকলে ঐ সদস্যকে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না। এক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে গ্রুপের ঐ সদস্যের পরিবর্তে আগ্রহী অন্য কোনো কর্মচারীকে পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে ঋণের আবেদন করা যাবে;
- (১৩) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্য নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকবেন। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ঋণ পরিশোধের বিষয়ে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন;
- (১৪) নির্মাণ কাজ চলাকালীন গ্রুপের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে সে ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের পরিবার অনীহা প্রকাশ করলে তাঁর পরিবর্তে ঋণের দায়সহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে ঋণগ্রহীতার পরিবার গ্রুপে থাকতে ইচ্ছুক হলে থাকতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নিজস্ব উৎস হতে বহন করতে হবে;
- (১৫) ইহা ছাড়া গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণের অন্যান্য শর্ত প্রযোজ্য হবে।

চলমান পাতা-০৫

০৭। অগ্রিমের নিরাপত্তা :

(১) (ক) একক ও গ্রুপভিত্তিক জমি ক্রয় এবং তৈরী বাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রথম দফায় মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিতরণের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অগ্রিমগ্রহীতার ও তাঁর পদমর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার বা এক গ্রেড নীচের একজন ব্যাংক কর্মচারীর নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট অনুযায়ী বা মঞ্জুরীকালীন প্রযোজ্য হারে স্ট্যাম্পের উপর 'সংযুক্তি-০৪' অনুযায়ী নিশ্চয়তানামা বন্ড/জামিন গ্রহণ করতে হবে। ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করা পর্যন্ত উক্ত নিশ্চয়তানামা বন্ড/জামিন বহাল থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, দুজন অগ্রিমগ্রহীতা পরস্পর জামিনদার হতে পারবেন না এবং একটি অগ্রিম বহাল থাকাবস্থায় অন্য কোন ঋণের জন্য জামিনদার হওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে 'সংযুক্তি-০৬' অনুযায়ী জামিনদারে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তানামা বন্ড দাখিল করতে হবে;

(খ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত পুরো অর্থের জন্য অর্থ বিতরণের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে অগ্রিম গ্রহীতা ও তাঁর পদমর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার বা এক গ্রেড নীচের একজন ব্যাংক কর্মচারীর নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট অনুযায়ী বা মঞ্জুরীকালীন প্রযোজ্য হারে স্ট্যাম্পের উপর 'সংযুক্তি-০৪' অনুযায়ী নিশ্চয়তানামা বন্ড/জামিন গ্রহণ করতে হবে। ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করা পর্যন্ত উক্ত নিশ্চয়তানামা বন্ড/জামিন বহাল থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, দুজন অগ্রিম গ্রহীতা পরস্পর জামিনদার হতে পারবেন না এবং একটি অগ্রিম বহাল থাকাবস্থায় অন্য কোন ঋণের জন্য জামিনদার হওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে 'সংযুক্তি-০৬' অনুযায়ী জামিনদারে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে;

(গ) অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, ডিপি নোট ডেলিভারি লেটার এবং লেটার অব কন্টিনিউটি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে;

(২) জমি ক্রয় এবং বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় যে পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুর হবে উহার সমপরিমাণ টাকার জন্য ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদন করতে হবে এবং ঋণগ্রহীতাকে/বন্ধকদাতাকে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিস্টার্ড অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করতে হবে। তফসিল অপরিবর্তিত থাকলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল একবার সম্পাদন হলে পুনরায় ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে সকল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট অনুযায়ী বা মঞ্জুরীকালীন প্রযোজ্য হারে 'সংযুক্তি-০৫' অনুযায়ী কেবল সম-বন্ধকী দলিল সম্পাদন করতে হবে। গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে রেজিস্ট্রি আপোষ বন্টকনামা দলিলের ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে বন্ধকী দলিল/সমবন্ধকী দলিল সম্পাদন করতে হবে এবং ঋণগ্রহীতাকে/বন্ধকদাতাকে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী সম্পত্তির উপর ক্ষমতা অর্পণের রেজিস্টার্ড অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করতে হবে। বন্ধকী দলিল ও অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদনকালে ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে এ ব্যাংকের একজন কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট দলিলে স্বাক্ষরের জন্য মনোনয়ন দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মনোনয়ন প্রদান করবেন।

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পর রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী সম্পত্তি অবমুক্ত করা যাবে। অবমুক্তির খরচ অগ্রিমগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। ঋণগ্রহীতা আবেদন করলে ব্যাংকের পক্ষ হতে ০১(এক) জন কর্মচারীকে অবমুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের জন্য রেজিস্ট্রি অফিসে প্রেরণ করা যাবে;

(৪) (ক) জমি, ইমারত বা বাড়ি ক্রয় করার ০৪(চার) মাসের মধ্যে ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বন্ধকী সম্পাদন করতে হবে;

(খ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়তব্য ফ্ল্যাটের মঞ্জুরীকৃত ঋণের শেষ কিস্তি পরিশোধের সর্বোচ্চ ০৬(ছয়) মাস অথবা ডেভেলপার কর্তৃক ঋণগ্রহীতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদনের ০৩(তিন) মাসের মধ্যে গৃহীত অগ্রিমের সমপরিমাণ অর্থের জন্য ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধক দিতে হবে;

(৫) মঞ্জুরীকৃত ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের পূর্বে জমি/তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়সংক্রান্ত স্বত্ব দলিল ও প্রাসংগিক কাগজপত্র ব্যাংকের আইন উপদেষ্টাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। আইন উপদেষ্টার মতামতে মালিকানা স্বত্বের সঠিকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন থাকতে হবে। এ ধরনের মতামত প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/শাখা কর্তৃক মনোনীত আইন উপদেষ্টার (সাধারণত: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের) মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে;

চলমান পাতা-০৬

- (৬) জমি সংক্রান্ত স্বত্ব দলিল ও কাগজপত্র যদি যথাবিহিত/সঠিক না থাকে এবং ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয় তবে ঋণগ্রহীতাকে গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ টাকা এক সাথে ব্যাংককে ফেরত দিতে হবে। ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হন তবে ব্যাংক কর্তৃক তাঁর পাওনা হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ও প্রয়োজনে জামিনদারের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায়ের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় করা হবে;
- (৭) সুদ ও অন্যান্য পাওনাসহ প্রদত্ত ঋণের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতে ব্যাংকের লিখিত পূর্বনুমতি ব্যতীত ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাবে না।

০৮। অগ্রিম বিতরণ :

- (১) প্রথম দফায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ এ নীতিমালার ৭(১) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের পর ঋণগ্রহীতাকে এককালীন বিতরণ করা হবে। তবে ব্যাংক অগ্রিম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত জমির উপর গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ৭(১)-ক,খ) এর শর্ত পালন ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত জমি ব্যাংকের নিকট বন্ধক দেওয়ার পর ভূমি উন্নয়ন বা নির্মাণের জন্য ঋণ বিতরণ করা হবে;
- (২) (ক) নির্মাণ কাজের জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণ এ নীতিমালার ৭(২) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের পর কর্মচারীর প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ নির্মাণ কাজের জন্য একসাথে মঞ্জুর হলে নির্মিতব্য বাড়ির ধরন, নির্মাণ প্রকৃতি ও কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ৩ হতে ৪ টি কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। তবে পূর্বে বিতরণকৃত অগ্রিমের সদ্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর কেবল পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে;
- (খ) নির্মাণ কাজের জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণ এ নীতিমালার ৭(২) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের পর কর্মচারীর প্রাপ্য সিলিং এর আংশিক ঋণ মঞ্জুর হলে নির্মিতব্য বাড়ির ধরন, নির্মাণ প্রকৃতি ও কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ১ হতে ২ টি কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। তবে পূর্বে বিতরণকৃত অগ্রিমের সদ্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর কেবল পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে;
- (৩) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ত্রয় করার ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক নীতিমালায় ৭(১) অনুচ্ছেদের শর্ত পালন সাপেক্ষে বিতরণ করা হবে;
- (৪) ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত বাড়ি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম ২ হতে ৩ টি কিস্তিতে বিতরণ করা হবে। তবে পূর্ববর্তী কিস্তির সঠিক ব্যবহারের পর পরবর্তী কিস্তি প্রদান করা হবে;
- (৫) গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যদের প্রত্যেকের অনুকূলে A/C Payee চেক ইস্যুর মাধ্যমে ঋণের অর্থ বিতরণ করা হবে;
- (৬) (ক) জমি ত্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্টার্ড বায়নাপত্র দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে A/C Payee চেক ইস্যুর মাধ্যমে ঋণের অর্থ বিতরণ করা হবে;
- (খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে A/C Payee চেক ইস্যুর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। মঞ্জুরীকৃত ঋণের অতিরিক্ত অর্থ (যদি প্রয়োজন হয়) ঋণ গ্রহীতাকে তাঁর নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে;
- (গ) বায়না ব্যতীত সরাসরি জমি/তৈরী বাড়ি ত্রয়ের ক্ষেত্রে ত্রয়তব্য জমি/তৈরী বাড়ির মূল্য পরিশোধের অনূর্ধ্ব ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে A/C Payee চেক ইস্যু করতে হবে।

০৯। অগ্রিমের সুদ ও অগ্রিম পরিশোধ :

- (১) এই নীতিমালার অধীনে গৃহ নির্মাণ ঋণের উপর ব্যাংক রেটে বার্ষিক সরল সুদ ধার্য করতে হবে। ব্যাংক রেট পরিবর্তের সাথে সাথে এ ঋণের উপর আরোপযোগ্য সুদের হার পরিবর্তন হবে;
- (২) পরিশোধের স্বাভাবিক মাসিক কিস্তি হবে প্রদত্ত ঋণের ০.৪% যা ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে। তবে কেউ ইচ্ছা করলে নির্ধারিত কিস্তির পরিবর্তে বাড়ি ভাড়া সিলিং এর সমপরিমাণ কিস্তি কর্তন করতে পারবেন। শর্ত থাকে যে, কোনো ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতার 'টেক-হোম-পে' মূল বেতনের এক-পঞ্চমাংশের কম হবে না। সকল ঋণের সমষ্টিগতভাবে টেক-হোম-পে বিবেচনা করতে হবে;



- (৩) (ক) কর্মচারীর প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ এক কিস্তিতে তৈরী ফ্ল্যাট/বাড়ি কেনার জন্য মঞ্জুর হলে কিস্তি উত্তোলনের ১২(বার) মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হতে কিস্তি কর্তন শুরু হবে;
- (খ) কিস্তিতে ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি দফায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ২৪ (চব্বিশ) মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হতে কিস্তি কর্তন শুরু হবে;
- (গ) জমি ক্রয়/নির্মাণ খাতে প্রতি দফায় মঞ্জুরীকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ১২(বার) মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হতে কিস্তি কর্তন শুরু হবে;
- (৪) যে সমস্ত কর্মচারী বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী মাসিক কিস্তি কর্তন করবেন তাঁদেরকে অবসরকালীন আর্থিক সুবিধার সাথে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকার প্রয়োজনীয় অংশ গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয়ের লক্ষ্যে 'সংযুক্তি-২' অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে। এই ঘোষণাপত্র কোনো অবস্থাতে পরিবর্তন করা যাবে না;
- (৫) কোনো কর্মচারী চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পারিবারিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কেইসের মেরিট অনুযায়ী বিশেষ বিবেচনায় গৃহ নির্মাণ ঋণের উপর আরোপিত সুদ মওকুফের প্রস্তাব ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড বিবেচনা করতে পারবেন। বোর্ড কর্তৃক সুদ মওকুফ বিবেচিত হলে হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :
- (ক) সুদ মওকুফ বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক মওকুফকৃত সুদ নিম্নেবর্ণিতভাবে ভাউচার পাশ করে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগে ডেবিট এ্যাডভাইস প্রেরণ করতে হবে :
- ডেবিট : প্রধান কার্যালয় হিসাব
ক্রেডিট : (গৃহ নির্মাণ ঋণের ধার্যকৃত আদায়যোগ্য সুদ)
- (খ) প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক শাখা হতে প্রাপ্ত ডেবিট এ্যাডভাইস সাড়া প্রদানপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে ভাউচার পাশ করতে হবে :
- ডেবিট : (কু ও মন্দ ঋণের সঞ্চিতি)
ক্রেডিট : (শাখা হিসাব)
- (গ) প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের মওকুফকৃত সুদের হিসাব বিষয়ক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক করতে হবে।
- (৬) গৃহ নির্মাণ ঋণ যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে তার প্রথম কিস্তি হতে আরম্ভ করে শেষ কিস্তি পর্যন্ত প্রতিটি কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে তার সদ্যবহার করার প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ বর্হিত কারণ ছাড়া যদি কেউ এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তোলিত কিস্তি অর্থ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে সদ্যবহার করতে ব্যর্থ হন তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে পুঞ্জীভূত সুদসহ ঋণের সমুদয় অর্থ ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;
- (৭) যদি কোনো ঋণগ্রহীতা অনুচ্ছেদ ৯(৬) এর নীতি অনুযায়ী ০৩(তিন) মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন তবে ঋণ সদ্যবহারের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরের দিন হতে সমুদয় ঋণের উপর ব্যাংক রেটের দ্বিগুণ হার এবং প্রচলিত সাধারণ ঋণের সুদের হার এই দুয়ের মধ্যে যা কম হবে সে হারে সুদ আরোপ করা হবে। একরূপ ঋণগ্রহীতাকে ভবিষ্যতে আর কোন গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করা হবে না;
- (৮) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী স্বত্বেও ব্যাংক এই ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা তার বৈধ প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, স্বত্বাধিকারীর নিকট হতে আদায় করতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত বিক্রয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন আইনানুগ পন্থায় পাওনা আদায় করতে পারবে।
- (৯) অবসরকালীন আদায় পদ্ধতি : অগ্রিম গ্রহীতার অবসরোত্তর ছুটি (পি.আর.এল) শেষ হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিশোধ প্রক্রিয়া বহাল থাকবে। পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতার প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাদি বলতে পেনশনকালীন প্রাপ্য এককালীন পেনশন বেনিফিট, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ও অন্যান্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বুঝাবে) হতে সকল অগ্রিমের অনাদায়ী স্থিতি এককালীন সমন্বয় করতে হবে। এ নীতিমালা জারীরপূর্বে বিতরণকৃত ঋণের টাকা অনুরূপ নিয়মে সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট পাওনা সরকারী পেনশন বিধি মোতাবেক প্রাপ্য পেনশন হতে মাসিক কর্তন করা হবে। এক্ষেত্রে, 'সংযুক্তি-০৩' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অগ্রিমগ্রহীতার নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে;

চলমান পাতা-০৮

১০। সাধারণ নিয়বালী :

- (১) জমি ক্রয় অথবা প্রজাস্বত্ব অর্জনের শর্তানুযায়ী উক্ত জমির উপর আবেদনকারী বা তার স্ত্রী/স্বামীর বৈধ মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মেয়াদী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সুদসহ ব্যাংকের ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ইজারা চালু ও ইজারাদারের স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্যতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন না করা পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না;
- (২) উপরে ১০(১) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৈধ মালিকানা স্বত্ব যাচাই করার নিমিত্তে ব্যাংকের নিকট ঋণগ্রহীতাকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র জমা দিতে হবে :
 - (ক) মূল খরিদাদলিল; অথবা
 - (খ) মূল খরিদাদলিল হস্তগত না হলে রেজিস্ট্রেশন অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সাফ কবলা দলিলের রসিদ এবং মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি;
 - (গ) উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র;
 - (ঘ) এস.এ খতিয়ানের সার্টিফাইড কপিসহ ধারাবাহিক যাবতীয় কাগজপত্র এবং আইন উপদেষ্টার পরামর্শের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র;
 - (ঙ) মিউটেশন খতিয়ান (সার্টিফাইড);
 - (চ) পূর্ববর্তী ১২ বছরের জন্য সম্পত্তির দায়মুক্ত সার্টিফিকেট;
 - (ছ) হাল নাগাদ খাজনার রসিদ;
 - (জ) লিজ প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংকের নিকট বন্ধক দেওয়ার বিষয়ে অনাপত্তি ছাড়পত্র।
- (৩) ঋণের প্রথম কিস্তি উত্তোলনের পর ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি ব্যাংকের নিকট বন্ধক দিয়ে মূল বন্ধকি দলিল অথবা মূল বন্ধকি দলিল না পাওয়া গেলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের রসিদ এবং দলিলের সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে;
- (৪) সম-বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পর উহার মূলকপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে;
- (৫) নির্মাণ কাজের জন্য ঋণের আবেদনের সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ির নকশা এবং একজন প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত নির্মাণ কাজের স্তরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকে জমা দিতে হবে;
- (৬) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র, অনুমোদিত নকশা এবং মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কিত ১০(২) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র;
- (৭) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ক্রয়তব্য/ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি ক্রয়ের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করার নিমিত্ত কমিটিসমূহের গঠন ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে :

(ক) প্রধান কার্যালয়/প্রধান শাখায় কর্মরত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কমিটি (ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায়) :

০১।	সহকারী মহাব্যবস্থাপক/এসপিও (কব্যপ্রমাসবি)	- সভাপতি;
০২।	সহকারী মহাব্যবস্থাপক/এসপিও (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ)	- সদস্য
০৩।	সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা /সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব;

(খ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কমিটি :

০১।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	- সভাপতি;
০২।	সংশ্লিষ্ট জেলা সদর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক	- সদস্য
০৩।	ক্রয়তব্য/ক্রয়কৃত সম্পত্তির আওতাধীন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক	- সদস্য সচিব;

উপরোক্ত কমিটিসমূহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা/স্ব-স্ব অঞ্চলের আওতাভুক্ত স্থানে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত/ক্রয়তব্য জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং 'সংযুক্তি-০৭' অনুযায়ী কাজের সঠিক অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে খরচের খাতভিত্তিক হিসাবসহ পরবর্তী কাজের প্রাক্কলন প্রতিবেদন আকারে পেশ করবেন। বিভাগীয় প্রধানদের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কমিটি প্রযোজ্য হবে। তবে প্রধান কার্যালয়/প্রধান শাখায় কর্মরত কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্রয়কৃত/ক্রয়তব্য জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে অবস্থিত হলে এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কমিটি প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঋণ গ্রহীতা হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সদর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ গ্রহীতা হলে এ ক্ষেত্রে একই অঞ্চলের নিকটবর্তী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সদস্য হবেন।





- (৮) উপরে (ক) ও (খ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটিসমূহ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এতৎসংক্রান্ত বিশেষ পরিদর্শন দল গঠনকরতঃ নির্মাণাধীন বাড়ি ঘরের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তথা গৃহনির্মাণ ঋণের সদ্যবহার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন;
- (৯) কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে প্রতিবেদনকারী কমিটিকে যৌথভাবে দায়ী করা হবে;
- (১০) ভূমি বা বাড়ি বাবদ পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয় খাজনা, কর ইত্যাদির রসিদপত্র প্রয়োজনে ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কর্মচারী কর্তৃক যদি উক্ত দেয় কর পরিশোধ না হয় তাহলে কিস্তি উক্ত দেয় সুদসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সরাসরি পরিশোধের জন্য ব্যাংক তার বেতন থেকে কেটে নিতে পারবে;
- (১১) ঋণগ্রহীতা জমি ক্রয় বা বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত হিসাব ও ভাউচার, চালান, রসিদ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে যাবতীয় খরচাদির যথাযথ হিসাব ব্যাংকের নিকট জমা দিবেন;
- (১২) ঋণগ্রহীতাকে জমি ক্রয় বা বাড়ি নির্মাণ বা উভয় খাতে অথবা তৈরী বাড়ি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত সকল খরচাদির গুদ্রতা প্রত্যয়ন করতে হবে এবং বাড়ি তৈরী বা বাড়ি ক্রয়ের পর এই বাবদ গৃহীত ঋণের সকল উদ্ধৃত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে হবে;
- (১৩) কোনো কর্মচারীকে ঋণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ার দরুন উদ্ধৃত কোনো পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না;
- (১৪) ঋণগ্রহীতা কোনো কর্মচারী তাঁর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বা আনুতোষিক হতে কোন অর্থ তুলতে পারবেন না, যদি ঋণের জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তা ব্যাংক কর্তৃক যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হয়;
- (১৫) 'সংযুক্তি-১' এ বর্ণিত ছকে ঋণের সকল আবেদন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রতি বছর ৩১ শে আগস্ট তারিখের মধ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাতে হবে। অসম্পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত আবেদনপত্রসহ বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ঋণ মঞ্জুরীর জন্য বিবেচিত হবে না;
- (১৬) বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালার অধীনে যারা ইতঃপূর্বে সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ গ্রহণ করেছেন তারাও এ নীতিমালার আলোকে ঋণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তবে শর্ত থাকে যে তাদের সমুদয় ঋণ এ নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে;
- (১৭) সকল মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হবে ০১(এক) বছর। তবে নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ উত্তোলন করতে না পারলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরীর মেয়াদকাল আরো ০১(এক) বছর করে সর্বোচ্চ ০২(দুই) বার বৃদ্ধি করতে পারবেন;
- (১৮) (ক) ব্যাংক ঋণে জমি/নির্মিত বাড়ি/নির্মাণাধীন বাড়ি/তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের পর ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে সেখানে বসবাস করা না গেলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উক্ত জমি/নির্মিত বাড়ি/নির্মাণাধীন বাড়ি/তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রয়/নিজস্ব তহবিল হতে নগদে পরিশোধ করে অন্যত্র জমি/বাড়ি নির্মাণ/তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করা যাবে। এছাড়া পূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষেও নতুন জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য সিলিং-এর অবশিষ্ট ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এক্ষেত্রে বিক্রির সমস্ত প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সদ্যবহার যাচাই কমিটির তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হবে;
- (খ) জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রয়ের পর অথবা নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ হিসাবটি সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় তাঁর অনুকূলে সমন্বয়ের সমপরিমান টাকা ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে সম্পর্কিত হবে না। পুনরায় ক্রয়কৃত জমি/তৈরীবাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করে বিধি মোতাবেক ব্যাংকের নিকট বন্ধক প্রদান করতে হবে এবং পূণঃবন্ধকের যাবতীয় খরচ ঋণ গ্রহীতাকেই বহন করতে হবে;
- (গ) কোনো কর্মচারী সমগ্র চাকুরি জীবনে প্লট/ফ্ল্যাট পরিবর্তনের সুবিধা মাত্র একবার গ্রহণ করতে পারবেন তবে পি.আর.এল ও অবসর পরবর্তী সময়ে এ ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না;
- (১৯) স্ট্যাম্প রেজিস্ট্রেশন খরচ : জমি/জমিসহ নির্মাণাদি ঋণের সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট রেজিস্টার্ড মর্টগেজ সম্পাদন করার জন্য ব্যয়িত অর্থ বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ফেরত প্রদান করা যাবে ;
- (২০) কোনো কর্মচারী চাকুরীরত বা চাকুরীরত না থেকে (পেনশন ভোগরত/চাকুরীচ্যুত/ইন্তফা দিয়েছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন ইত্যাদি অবস্থায়) একাদিক্রমে গৃহ নির্মাণ ঋণের ১২(বার) টি কিস্তি খেলাপ করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাংক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;





- (২১) (ক) বর্ধিত সিলিং বাবদ বাৎসরিক বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ২৫% বরাদ্দ বা মঞ্জুরী করা হবে;
- (খ) ঋণের মেয়াদকাল হবে চাকুরির মেয়াদকাল পর্যন্ত;
- (গ) কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হতে নিয়মিতভাবে কর্তন না করার জন্য ঋণের কিস্তি আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী দায়ী থাকবেন;
- (ঘ) কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের চার্জ ডকুমেন্টস্ যথাযথভাবে পূরণের পর তারিখসহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্বাক্ষর দিতে হবে;
- (ঙ) ডেভলাপারের নিকট থেকে ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়তব্য ফ্ল্যাটটি Un-en-cum-bered হতে হবে। Un-en-cum-bered না হলে এবং যে ব্যাংকের ঋণে ফ্ল্যাট/ভবনটি নির্মিত হয়েছে তাদের অনাপত্তি পত্র অবশ্যই নিতে হবে। অন্যথায় ঋণ বিতরণ করা যাবে না;
- (চ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে মেমোরেণ্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফ্ল্যাটের অনুমোদিত নকশা দাখিল করতে হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা দাখিল করতে হবে;
- (ছ) কোনো কর্মচারী তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের মূল্য পরিশোধের পর বন্ধকী দলিল সম্পাদন না করা পর্যন্ত সিলিং অবশিষ্ট টাকা (যদি থাকে) বাড়ি/ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ব্যয় বাবদ গ্রহণ করতে পারবেন।

১১। অন্যান্য : এ নীতিমালার যে কোনো বিষয়ে স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হলে এ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো।

অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ আব্দুল মান্নান)

মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং-কেবি/প্রকা/কব্যপ্রমাসবি-২৬(২)/গ্নিখ/২০১৮-২০১৯/৫৫৩(৩০৭)

তারিখ : -- ঐ --

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিচালনা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ০৩। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ০৪। সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; (উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইটি বিভাগ; তাঁকে পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো);
- ০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- ০৭। সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- ০৮। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- ০৯। বোর্ড সচিব, পর্যদ সচিবালয় ও জনসংযোগ বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- ১১। অফিস নথি/মহানথি/এমআইএস।

(কাজী মোঃ হাবিবুর রহমান)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক



কর্মসংস্থান ব্যাংক

..... শাখা / কার্যালয়

গৃহ নির্মাণ ঋণের আবেদন

১. আবেদনকারীর নাম :
 ২. পিতা/ স্বামীর নাম :
 ৩. পি এফ ইনডেক্স নং : আবেদনের তারিখে জ্যেষ্ঠতা নম্বর :
 ৪. ঠিকানা : বর্তমান :
 স্থায়ী :
 ৫. বর্তমান পদবী : বেতন স্কেল :
 ৬. বেতন সংক্রান্ত তথ্য :

মূল বেতন	মোট বেতন	নীট বেতন

৭. চাকুরিতে যোগদানের তারিখ : পদবী :
 ৮. চাকুরিতে স্থায়ীকরণের তারিখ : জন্ম তারিখ : পি.আর.এল তারিখ :
 ৯. প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ :
 ১০. প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্য :
 ১১. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকলে মামলা নম্বর ও তারিখ :
 ১২. নির্মাণের ক্ষেত্রে নকশা অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদন কর্তৃপক্ষ :
 ১৩. অনুমোদন অনুসারে নির্মিতব্য/নির্মাণাধীন বাড়ীর প্লিষ্ট এরিয়া :
 ১৪. নির্মিতব্য/নির্মাণাধীন বাড়ির অনুমোদিত প্লিষ্ট এরিয়ার অংশ বিশেষ নির্মাণ করতে চাইলে তার এরিয়া এবং বিবরণ :
 ১৫. ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক/আর.সি.সি/সেমি পাকা) :
 ১৬. প্রাক্কলন অনুসারে মোট নির্মাণ ব্যয় :
 ১৭. নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে তার পরিমাণ :
 ১৮. অতিরিক্ত অর্থের উৎস সম্পর্কে ঘোষণা :
 ১৯. পূর্বে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত তথ্য :
 (ক) মোট মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ :
 (খ) মোট উত্তোলিত টাকার পরিমাণ ও উদ্দেশ্য :
 (গ) সর্বশেষ গৃহীত ঋণের উদ্দেশ্য ও তারিখসহ উত্তোলিত টাকার পরিমাণ :
 (ঘ) নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণ দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ :
 (ঙ) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন হয়েছে কিনা :
 (চ) জমির বন্ধক না হলে জামিনদারের নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল :

(ছ) জমি বন্ধক সম্পাদন করা হলে জমির তফসিল ও পত্র যোগাযোগের ঠিকানা :

(জ) জমির তফসিল :

(I)

জেলা	থানা	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

(II) নির্মাণাধীন বাড়ি/ ফ্ল্যাটের পত্র যোগাযোগের ঠিকানা :

বাড়ির হোল্ডিং নম্বর	ফ্ল্যাট নং (ফ্লোর নং সহ)	সড়ক নং	সেক্টর/ গ্রাম/মহল্লা	ডাকঘর	থানা	জেলা

২০। (ক) গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিবরণ (বেতন শাখা/ বেতন প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ) :

- (১) মটর সাইকেল অগ্রিম : (২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম :
 (৩) কল্যাণ তহবিল : (৪) ভোক্তা ঋণ :
 (৫) কম্পিউটার ঋণ : (৫) অন্যান্য :

(খ) মাসিক বেতন হইতে কর্তনের পরিমাণ :

- (১) গৃহ নির্মাণ ঋণ : (২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম :
 (৩) কল্যাণ তহবিল : (৪) মটর সাইকেল অগ্রিম :
 (৫) ভোক্তা ঋণ : (৬) কম্পিউটার ঋণ :
 (৭) অন্যান্য :

২১। আবেদনে বর্ণিত ঋণের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ প্রস্তাব :

(কিছু উল্লেখ করা না হলে বাড়ি ভাড়া ভাতা / সিলিং হবে মাসিক কিস্তি)

২২। স্বামী/স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হলে আবেদনকারী ব্যতীত অন্যজন গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য :

২৩। অতিরিক্ত কোন তথ্য জ্ঞাতব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে :

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী সর্বৈব সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলী আমি পালন করতে বাধ্য থাকবো। পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং এতৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল ত্রুটি প্রমাণ হলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর :

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।)

আবেদনের সাথে যে সকল কাগজপত্র দেয়া হবে তার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

যে সকল অনুচ্ছেদ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সে সকল অনুচ্ছেদের বিপরীতে “প্রযোজ্য নয়” লিখতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ/তথ্যাদি/ব্যখ্যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ঘোষণাপত্র

আমি পিতা/স্বামী :সভত
সূচক নং এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের চাকুরিকালীন মাসিক পরিশোধ-কিস্তি আমার মাসিক বেতন হতে কর্তন করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম। বর্তমানে আমার সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত স্থিতির বিপরীতে কোনো প্রকার অফেরতযোগ্য ঋণ নেই। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলের বিপরীতে অফেরতযোগ্য কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করবো না। আমার সাধারণ ভবিষ্য হিসাব হইতে কোনো প্রকার ফেরতযোগ্য ঋণ গ্রহণ করলেও তা আমি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমনের পূর্বেই পরিশোধ করবো এবং আমার বয়স ৫২ বৎসর পূর্তির পরও আমি সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখবো।

০২। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার চাকুরি হতে অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধার সহিত আমার সভত সূচক নং এ জমাকৃত টাকার প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাংকে বিধি মোতাবেক আমার গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

০৩। আমি কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিম্নোক্ত কর্মচারীদ্বয়ের (এই ক্ষেত্রে সাক্ষী) সাক্ষাতে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

স্বাক্ষীগণ :

০১। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

সভত নং :

কর্মস্থল :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম :

পদবী :

সভত নং :

কর্মস্থল :

০২। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

সভত নং :

কর্মস্থল :

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীর প্রতিস্বাক্ষর

(সীলমোহর ও তারিখসহ)

অঙ্গীকার ও মনোনয়ন

আমিপিতা/স্বামী :.....সাভত
সূচক নং এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে, কর্মসংস্থান ব্যাংকের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণকালে
অবসর সুবিধা বাবদ প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাদি বলতে পেনশনকালীন প্রাপ্য এককালীন পেনশন বেনিফিট,
সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ও অন্যান্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বুঝাবে) হতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অনাদায়ী স্থিতি এককালীন
সমন্বয় করতে পারবেন। এইরূপ অঙ্গীকার আমার অবর্তমানে আমার নমিনী (গণ) এর উপরও বর্তাবে।

০২। গৃহ নির্মাণ ঋণের সমূদয় পাওনা পরিশোধ হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হলে আমার নিম্নবর্ণিত নমিনী (গণ) গৃহ নির্মাণ
ঋণের সমূদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। ব্যাংকের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার
নিমিত্ত বর্ণিত নমিনী(গণ)-এর স্বাক্ষর নিম্নে সত্যায়িত করা হলো।

নমিনী(গণ) :

ক্রমিক নং	নমিনীর নাম	বয়স	সম্পর্ক	মনোনীত অংশ (%)
১।				
২।				
৩।				
৪।				

০৩। আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে অত্র অঙ্গীকার ও মনোনয়নপত্রে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের সম্মুখে
অদ্য তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

সাক্ষীগণ :

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর :

১। স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

সাভত নং-

সাভত নং-

পদবী :

পদবী :

ঠিকানা :

ঠিকানা :

নমিনী(গণ) এর স্বাক্ষর (ক্রমানুসারে) :

২। স্বাক্ষর :

নাম :

সত্যায়িত

সাভত নং-

পদবী :

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

ঠিকানা :

নমিনী(গণ) এর
পাসপোর্ট আকারের
সত্যায়িত ছবি

নিশ্চয়তানামা বন্ড

কর্মসংস্থান ব্যাংক,শাখা/কার্যালয়/বিভাগ,.....এ কর্মরত জনাব,
 পদবী :, পিতা :, মাতা :, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম :.....,
 ডাকঘর :....., থানা/উপজেলা:, জেলা: যাকে অতঃপর “ঋণ গ্রহীতা” হিসাবে গণ্য করা
 হবে, (ঋণ গ্রহীতা শব্দ দ্বারা তাঁর উত্তরাধিকারী, ছুলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকে বুঝাবে),
 কর্তৃক ২০..... সনের মাসের তারিখে এই দলিল সম্পাদিত হলো।

০২। জনাব, পদবী :, পিতা :, গ্রাম :,
 ডাকঘর : থানা/উপজেলা :, জেলা :, যিনি কর্মসংস্থান ব্যাংকের, যাহা অতঃপর
 ‘ব্যাংক’ হিসাবে উল্লেখিত হবে, অনুকূলে ‘জামিনদার’ হিসাবে গণ্য হবেন। (জামিনদার শব্দ দ্বারা উত্তরাধিকারী,
 ছুলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকেও বুঝাবে)।

যেহেতু ঋণ গ্রহীতা এবং ব্যাংকের মধ্যে খ্রি: তারিখে সম্পাদিত একটি চুক্তির (যাহা অতঃপর
 চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে) আওতায় এবং তাতে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীন জমি ক্রয়/ভূমি উন্নয়ন/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট
 ক্রয়/সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতা০০ (.....) টাকা ঋণের জন্য ব্যাংকের নিকট একটি দরখাস্ত
 পেশ করেছেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা০০ (.....) টাকা মাত্র প্রদত্ত ঋণ ব্যাংক-কে পরিশোধের
 ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য জামিনদারগণকে অনুরোধ জানিয়েছেন।
 সেহেতু অত্র দলিলে লিখিত হলো যে :

সম্পাদিত ব্যাংক চুক্তি বিবেচনাপূর্বক উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাকে০০ (.....)
 টাকা মাত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, চুক্তির শর্তাবলী মোতাবেক গৃহীত ঋণের উপর
 ধার্যকৃত সুদসহ সাকুল্য টাকা পরিশোধযোগ্য হওয়া মাত্র তিনি তা পরিশোধ করবেন এবং উপরোল্লিখিত জামিনদারগণ
 ধার্যকৃত সুদসহ উল্লেখিত ঋণের টাকা ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে যুক্ত এবং এককভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। গৃহ
 নির্মাণ ঋণ বিতরণের তারিখ হইতে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে তা সদ্যবহার করে প্রমানাদি ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
 সদ্যবহারে ব্যর্থ হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে পুঞ্জিভূত সুদসহ ঋণের সমুদয় অর্থ ব্যাংকের
 নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদারগণ এই দলিল পাঠ করে
 তার মর্ম অবগত হয়ে দলিলের প্রথমাংশে উল্লেখিত সন ও তারিখে তাঁদের নিজ নিজ স্বাক্ষর দান করলেন।

স্বাক্ষীগণ :

১।

(ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর)
 সাভত সূচক নং-

২।

(জামিনদারের স্বাক্ষর)
 সাভত সূচক নং-

কর্মসংস্থান ব্যাংক এর নিকট ইত:পূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে

প্রদত্ত সম্পত্তি সম-বন্ধক দানের স্মারকলিপি ।

০ আমি কর্মসংস্থান ব্যাংক, যা অত:পর “ব্যাংক” নামে অভিহিত হবে (এতদ্বারা তাঁদের উত্তরাধিকারী এবং মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাবে)-এর একজন কর্মচারী, পিতা :, থাম :, ডাকঘর : থানা/উপজেলা :, জেলা :, বর্তমানে পদে কর্মসংস্থান ব্যাংক..... শাখা/কার্যালয়/বিভাগ..... এ কর্মরত এতদ্বারা স্বীকার করছি যে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অত:পর ‘উক্ত বিধি’ বলে অভিহিত হবে (যা দ্বারা অত্র চুক্তিনামা অনুসারে বর্তমানে বলবৎ উক্ত বিধির যে কোন সংশোধন ও সংযোজনকে বুঝাবে) এর আওতায় নির্ধারিত সুদসহ আমাকে পূর্ব মঞ্জুরীকৃত টাকা০০ (কথায়-) এর জন্য সম-জিম্মা হিসাবে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্রাদি যা ব্যাংকের বরাবরে জমা রাখা হলে তা অত্র দলিল সম্পর্কিত আমার সম্পত্তি এবং তার উপর ধার্যকৃত সুদের জামানত পূরণে পর্যাপ্ত হবে। আমি স্বীকার করছি যে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্র সম্পর্কিত যে সম্পত্তি ও তার সুদের জন্য এই সম-জিম্মা প্রদান করা হলো তাহা উক্ত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত উপচিত সুদসহ আমাকে উক্ত বিধির আওতায় মঞ্জুরীকৃত টাকা০০ (কথায়-) পরিশোধের নিরাপত্তা/জামিন/নিশ্চিত স্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্টি দায়ের অতিরিক্ত এবং আমি এতদ্বারা আরো স্বীকার করছি যে, ব্যাংক কর্তৃক চাহিবা মাত্র নিজ খরচে আমাকে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত টাকার আসল এবং তার উপর নির্ধারিত হারে উপচিত সুদসহ সমুদয় টাকা০০ (কথায়-) পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ব্যাংক যেকোন চাবে সেরূপে, এবং সেরূপ বিক্রয়ের ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রবিধানসহ সেই সম্পত্তি আইন সংগত বন্ধকের মাধ্যমে ব্যাংকের বরাবরে বৈধ দ্বিতীয় / তৃতীয় আইন সম্মত দায় অথবা বন্ধক সম্পাদন করবো। আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, দলিলপত্রে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে আইন সম্মত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্টি দায় ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার দায় অথবা দায়ভারে আবদ্ধ নয়।

এতদ্বারা সেচছায় ও সজ্ঞানে ২০..... সনের মাসের তারিখে দস্তখত/স্বাক্ষর করলাম।

সম্পত্তির তফসিল

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজা	জে এল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

উক্ত সম্পত্তি বর্তমানে আমার দখলে, যার সীমানা উত্তরে-..... দক্ষিণে-..... পূর্বে-..... পশ্চিমে-..... দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাঁর আইন সংগত স্বত্ব ও স্বার্থে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে।

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর :

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১) স্বাক্ষর

নাম

:

পদবী

:

সাভত নং

:

কর্মস্থল

:

২) স্বাক্ষর

নাম

:

পদবী

:

সাভত নং

:

কর্মস্থল

:

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি, পিতা/স্বামী :, সাতত সূচক
নং এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, জনাব এর গৃহ নির্মাণ
অগ্রিমের নিশ্চয়তানামা বন্ডে জামিনদার হওয়ার পূর্বে অন্য কারো অগ্রিমের বিপরীতে আমার প্রদত্ত জামিন বর্তমানে বহাল
নেই এবং আলোচ্য জামিন বহাল থাকা অবস্থায় অন্য কারো অগ্রিমের জন্য আমি জামিনদার হবো না মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান
করছি।

উক্ত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হলে ব্যাংকের নিকট আমি আইনানুগভাবে দণ্ডনীয় হবো।

তারিখ :

জামিনদারের স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

বর্তমান কর্মস্থল :



কর্মসংস্থান ব্যাংক

.....শাখা/কার্যালয়/বিভাগ,

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ব্যবহারের প্রতিবেদন

প্রথম অংশ : (সংশ্লিষ্ট ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূরণপূর্বক
সদ্যবহার যাচাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে)।

০১. ঋণ গ্রহণকারীর নাম :
০২. ভবিষ্য তহবিল সূচক নং :
০৩. পদবী :
০৪. বর্তমান কর্মস্থল :
০৫. মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের পরিমাণ :
০৬. সর্বশেষ কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ :
০৭. অগ্রিমের টাকায় ক্রয়কৃত জমি/ নির্মাণাধীন ভবনের অবস্থান :

জেলা উপজেলা মৌজা জে.এল.নং খতিয়ান নং দাগ নং জমির পরিমাণ

০৮. নির্মাণ / তৈরী বাড়ি / ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে :
 - (ক) নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :
 - (খ) নকশা অনুমোদনের তারিখ :
 - (গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে প্লিঙ্ক এরিয়া :
 - (ঘ) কত তলা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে :
 - (ঙ) নির্মাণের ধরন : ব্রিক ফাউন্ডেশন / আর.সি.সি ফাউন্ডেশন / সেমিপাকা ।

দ্বিতীয় অংশ : (সদ্যবহার কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পূরণ করতে হবে।
ঋণগ্রহণকারী কমিটির সদস্যগণকে অনুমোদিত নকশা প্রদর্শন করবেন)।

০১. জমি / ভবন ঋণগ্রহীতার নিরংকুশ দখলে আছে কি না :
০২. জমি / ভবন এলাকায় বসবাস উপযোগী রাস্তা / বিদ্যুৎ / পয়ঃ নিষ্কাশন / গ্যাস ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা এবং অন্য কোন আবাসিক ভবন বিদ্যমান কিনা (সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে)।
০৩. বর্তমানে কত তলা নির্মাণ সম্পন্ন আছে :
০৪. ইমারতের ধরন (সেমিপাকা/পাকা) :
০৫. প্লিঙ্ক এরিয়া :
০৬. ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক/আর.সি.সি/সেমিপাকা) :
০৭. সম্পাদিত কাজের বিবরণ (প্রয়োজ্য অংশ পূরণীয়) :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	একক দর/মূল্য	টাকার পরিমাণ
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

০১. ভূমি উন্নয়ন
০২. ফাউন্ডেশনের মাটিকাটা
০৩. ফাউন্ডেশনের মাটি ভরাট
০৪. ভিটি বালু/ স্ট্যান্ড সিলিং
০৫. ডি পি পি ঢালাই
০৬. পাইলিং কাজ
০৭. ব্রিক সলিং (ফ্লোর ও ফাউন্ডেশন)
০৮. সি. সি. ঢালাই (ফ্লোর ও ফাউন্ডেশন)
০৯. ব্রিক ফাউন্ডেশন (প্লিঙ্ক পর্যন্ত)
১০. আর.সি.সি কাজ (রডসহ প্লিঙ্ক পর্যন্ত)
১১. ১০" ব্রিকের কাজ (প্লিঙ্কের উপরে)
১২. ৫" ব্রিকের কাজ (প্লিঙ্কের উপরে)
১৩. ছাদ ব্যতীত রডসহ আর.সি.সি কাজ (প্লিঙ্কের উপরে)
১৪. জানালা / দরজার চৌকাঠ

১৫. জানালা / দরজার পাল্লা
১৬. জানালার খীল
১৭. বারান্দার খীল
১৮. জানালার কাঁচ
১৯. $\frac{3}{2}$ " ওয়াল প্লাস্টার
২০. $\frac{1}{8}$ " প্লাস্টার (আর.সি.সি কাজের উপর)
২১. রডসহ আর.সি.সি ছাদ ঢালাই
২২. কাঠের রুফ ট্রাস
২৩. সি.আই.শীট. রুফিং
২৪. জি.আই. রিজিং
২৫. $\frac{3}{2}$ " ছাদের প্লাস্টার
২৬. জানালা / দরজা রং
২৭. ডিস্টেমপারিং
২৮. হোয়াইট ওয়াশিং
২৯. কালার ওয়াশিং
৩০. লাইম ট্রেসিং
৩১. ফ্লোর / বাথ নেট সিমেন্ট ফিনিশিং
৩২. ফ্লোর / বাথ মোজাইক
৩৩. ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক
৩৪. টিউবওয়েল / মটর / পাম্প
৩৫. সেনিটারীর কাজ (ফিটিংসহ)
৩৬. পানি সরবরাহের কাজ
৩৭. গ্যাস সংযোগ
৩৮. বিদ্যুৎ সংযোগ
৩৯. বাউন্ডারী ওয়াল
৪০. কলাপসিবেল/ মেইনগেট
৪১. মজুদ মালামাল (যদি থাকে পৃথক তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)।

মোট ব্যয় :

৪২. অসম্পূর্ণ কাজের বিবরণ :
৪৩. অসম্পূর্ণ কাজের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়িতব্য টাকার পরিমাণ :
৪৪. আবেদনকারীকে প্রার্থীত ঋণ / কিস্তির টাকা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত / সুপারিশ :
৪৫. কমিটির প্রত্যয়ন :

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গৃহ নির্মাণ ঋণের আলোচ্য ব্যবহার প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্নিবেশিত তথ্যাদি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক আছে।

সদস্য সচিব

সদস্য

সভাপতি